সংবাদ

উচ্চশিক্ষার নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বন্ধ করুন

উচ্চশিক্ষার নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মনীতির কোন তোয়াক্কা না করে বেপরোয়া বাণিজ্য চালিয়ে আসছে। অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে কার্যক্রম পরিচালনার কথা থাকলেও অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ অনুসারে অনুমতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে সব শর্ত পূরণ করে স্থায়ী সনদ অর্জন করার কথা। স্থায়ী সনদের শর্ত হিসেবে শিক্ষার পরিবেশ উপযোগী নিজস্ব ক্যাম্পাস ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, শতকরা তিন ভাগ অনুন্নত অঞ্চলের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী ও তিন ভাগ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে বিনামূল্যে পড়ানো, বার্ষিক বাজেটের পর্যাপ্ত অর্থ গবেষণা খাতে ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। ২০১০ সালে আইন সংশোধনের আগে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এর মধ্যে একটিও সব শর্ত পূরণ করে স্থায়ী হতে পারেনি। এ পর্যন্ত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পেরেছে। বাকিগুলো রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার অনুমোদিত কোন কোষাধ্যক্ষ নেই। এর মধ্যে ২৬টিতে নেই উপাচার্য আর ৫৯টিতে নেই উপ-উপাচার্য। কোষাধ্যক্ষবিহীন আর্থিক কার্যক্রম চলছে অবৈধ ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অননুমোদিত ক্যাম্পাস ও অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে সার্টিফিকেট বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের সাময়িক স্থগিতাদেশ নিয়ে দিনের পর দিন এ অবৈধ বাণিজ্য চালাচ্ছে।

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষাবাণিজ্য' এতই জমজমাট হয়ে ওঠেছে এগুলোর মালিকানার দখলদারিত্ব নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরু করা দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির সারাদেশে আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে ১০৭টি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারীরা কোথাও চাকরি পাওয়া না পাওয়া নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন।

এছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চহারে ফি নেয়ার হাজার হাজার অভিযোগ আসে ইউজিসিতে। কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবছরই সব ফি বৃদ্ধি করে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ নিয়মতান্ত্রিক হলেও নিয়মনীতি নেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, সেমিস্টারসহ আনুষঙ্গিক সব ফি আদায়ের ক্ষেত্রে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় জনপ্রিয় বিভাগ খুলে নামমাত্র মূল্যে সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। আবার স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করছে ইচ্ছামাফিক ফি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেখভালের দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের। কিন্তু এসব ব্যাপারে তাদের যথার্থ কোন নজরদারি যে আছে সেটা বলা যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছিল, সময়ও বেঁধে দেয়া হয়েছিল কয়েকটি ক্ষতিপূরণের। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসব কিছুই করেনি। মন্ত্রণালয়ও 'করা হবে' বলে কিছুই করেনি। বহুদিন ধরেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্য করছে। এগুলো দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা প্রশাসন থাকলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি।

উচ্চশিক্ষার নামে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেপরোয়া শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধে সরকারকে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না সেগুলোর অনুমোদন বাতিল করে দিতে হবে। আমরা চাই হুমকি নয়, যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম এবং অবৈধ তৎপরতার।